বাংলা

(আবশ্যিক)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণাঙ্ক : 300

প্রশ্নপত্র-সংক্রান্ত আবশ্যিক নির্দেশাবলী

উত্তর লেখার পূর্বে নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশগুলি যত্ন সহকারে পড়ুন

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্ন/প্রশ্নাংশের জন্য নির্ধারিত মূল্য দেওয়া হয়েছে।

অন্য কোনো নির্দেশ না থাকলে প্রশ্নের উত্তর বাংলা অক্ষরে লিখতে হবে।

কোনো প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা দেওয়া থাকলে তা মান্য করতে হবে। উত্তরের শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার চেয়ে খুব বেশি বা খুব কম হলে নম্বর কাটা যাবে।

প্রশ্নোত্তর পুস্তিকার পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার অংশ খালি থাকলে পরিষ্কারভাবে কেটে দিতে হবে।

BENGALI

(Compulsory)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 300

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions

All questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answer must be written in BENGALI (Bengali script) unless otherwise directed in the question.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

1. নিম্নলিখিত যে কোনো **একটি** বিষয়ে *600* শব্দের প্রবন্ধ রচনা করুন : 100

(a) সৃজনীশক্তির উন্নতিসাধনে শিক্ষার আবশ্যকতা

(b) ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে প্রত্যাহ্বান

(c) কিশোর-কিশোরীর মনে চলচ্চিত্রের প্রভাব

(d) ভিন্ন-ক্ষমদের সশক্তিকরণ

2. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং যে-সকল প্রশ্ন পরে করা হয়েছে তার উত্তর সংক্ষেপে, স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাষায় লিখুন : 12×5=60

বেশ কয়েক হাজার বছর আগে পৃথিবীতে মানুষ শুধু শিকারই করত। নব্যপ্রস্তর যুগের আগে কৃষিকাজের জন্য বসবাস শুরু করেনি মানুষ। এদিক ওদিক না ঘুরে মাটির পরিচর্যা করে মানুষ অনেক বেশি খাদ্যের জোগান বাড়িয়েছিল এবং মানুষ কৃষির ব্যবহার বাড়িয়ে চলেছিল। আগের চেয়ে এখন মাটি থেকে মানুষ অনেক বেশি এবং অনেক ভালো কিছু উৎপাদন করছে। তবে সমুদ্রের ক্ষেত্রে মানুষ এখনও অবধি পুরোপুরিভাবে শিকারিই রয়ে গেছে। সে মাছ এবং জলজ প্রাণী ধরে ঠিকই কিন্তু তার উৎপাদন ও জোগানের জন্য কোনো ব্যবস্থাই করতে পারেনি। আজ অবধি মানুষের জলের তলার শিকার যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি দিয়েছে। প্রোটিনের জোগান সে পেয়েছে জমিতে কৃষিকাজ করে। কিন্তু পৃথিবীতে জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে মানুষের এত প্রোটিনের প্রয়োজন হবে যে সমুদ্র থেকে যা পাওয়া যাবে তা অনেক হলেও অফুরন্ত না হবার কারণে বিপদ থেকেই যাবে, যদি না মানুষ অন্য কোনো উপায়ে সমুদ্রে চাষ (মৎস্যচাষ) না করে।

ছোটো পরিসরে মৎস্যচাষ বর্তমানে সফলতা নিয়ে এসেছে পুকুর ও বিলগুলোতে। বিশেষত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জলবন্ধ (ড্যাম) তৈরি করে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে এবং তাতেই মৎস্যচাষ হচ্ছে। সবসময়ই পুকুরগুলোর মিষ্টি জলে উৎপাদিত মৎস্য প্রোটিনের জোগান বৃদ্ধিতে কাজ করছে। পাশাপাশি কৃষি আধিকারিকদের সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে গ্রামীণ সমাজের উন্নতি হচ্ছে।

মৎস্য-পুকুরগুলোতে ছোটো ছোটো মাছ দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া, তাদের বৃদ্ধিতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা, যথেষ্ট খাবার দেওয়া খুবই সহজ। জলে খাদ্যসামগ্রী হিসাবে থাকে বিভিন্ন জীবাণু ; যেগুলো আকারে ছোটো আগাছা এবং প্রাণী, যেগুলো বেশি সংখ্যায় জলে ভেসে থাকে। ছোটো ছোটো মাছ তাদের খেয়ে থাকে, এবং পরে সেগুলো বড়ো বড়ো মাছের খাবারে রূপান্তরিত হয়। নিঃসন্দেহে ওইসব জীবাণু বেড়ে ওঠে জলের অজৈব প্রাকৃতিক পদার্থ খেয়ে। জলে সার প্রয়োগের ফলে ওইসব জীবাণুর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

যদিও সামুদ্রিক মৎস্যচাষের আগে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে ব্যবহারিক ও লাভের দিকে তাকিয়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমুদ্রের কোথাও সার প্রয়োগের জায়গা নেই, কারণ সমুদ্রের ঢেউ সারকে মাইলের পর মাইল দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে মাছচাষই হবে না। যদি চাষী সারের প্রয়োগকে নির্দিষ্ট জায়গায় ধরে রাখতে পারে, তবে তাকে নিজের মাছকে খাইয়ে বড়ো করার ব্যবস্থা করতে পারবে। পাশাপাশি সমুদ্রের সেইসব অখাদ্য প্রাণীকে সরিয়ে ফেলতে হবে যারা মাছের খাবারে ভাগ বসায়।

নিঃসন্দেহে এই সমস্যা সহজভাবে সমাধানের নয়। বিশেষত যখন আমরা সমুদ্রের বিশালতা মনে করি, যেটা কি না পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ দখল করে আছে। পুকুর এবং বিলের জলধারা থেকে সমুদ্রের জলধারা অনেকটা আলাদা। এখান থেকেই প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। খুব সম্ভবত এই সমস্যার সমাধান হবে খুব সহজেই। ভবিষ্যতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মানুষ ক্ষুদ্র পরিসরে মৎস্যচাষ করতে পারবে পৃথিবীর অগভীর উপতটের জলে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এক জায়গায় জড়ো করতে পারবে। মাছের খাদ্য যে-সব প্রাণী খেয়ে ফেলে তাদেরকে সরিয়ে ফেলতে পারবে। প্রয়োজন মতো সেই ক্ষেত্রে সার দিয়ে মাছের বৃদ্ধিতে অর্থাৎ মাছগুলোকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারবে।

(a) শিকারের চেয়ে কৃষিকাজের সুবিধাগুলি কী কী এবং কেন আগামী দিনে সমুদ্রে মৎস্যচাষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে ?

(b) মৎস্যচাষে সার প্রয়োগের ভূমিকা কী ?

(c) সমুদ্রের কোন্ জায়গায় মৎস্যচাষ শুরু হবে ?

(d) সামুদ্রিক আগাছার ধরন বলতে আপনি কী বোঝেন ?

(e) সমুদ্রে মৎস্যচাষের সমস্যা আগামী দিনে কীভাবে সমাধান হতে পারে ?

3. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের সারাংশ নিজের ভাষায় **এক-তৃতীয়াংশ** শব্দে লিখুন। অনুচ্ছেদের কোনো শীর্ষক দেবার প্রয়োজন নেই : 60

ভারতীয় গ্রামীণ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্ব হল তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং জীবনধারণের গুণমান বাড়ানো, যার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রামীণ সমাজের সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি। সুসংহত গ্রামীণ পরিকাঠামোর মূলে রয়েছে পানীয় জলের ব্যবস্থা। পানীয় জল নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহারের উপাদান। নাগরিকদের চাহিদা মেটাতে জলের পরিকাঠামো তৈরিতে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বজনীনভাবে অর্থের বিনিয়োগ করতে হবে। জল জাতিকে সুনিশ্চিত করে। জল শুধু পরিচ্ছন্নই করে না বা পানীয় জল শুধু নাগরিকদের জীবন সুনিশ্চিত করে না, এটা যথার্থই একটা সুস্থ উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক সমাজের জন্ম দেয়। যদিও ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামীণ মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেবার কাজটাতে রয়েছে যথাযথভাবে জল সঞ্চয় ও বিতরণের অভাব, আর্থ-সামাজিক বৃদ্ধির নিম্নসীমা, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, জলের অধিকার ও তার ব্যবহারের অভাব।

সংবিধানের 47নং ধারায় জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষায় বিশুদ্ধ জল দিতে দেশের রাজ্যগুলোকে বলা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল মানুষের রোগ-ব্যাধি এবং তদ্‌জনিত মৃত্যু কমিয়ে দেয় এবং দেশের কোটি কোটি মানুষের স্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়নে সাহায্য করে।

দীর্ঘস্থায়ী জল জোগান ব্যবস্থার সুনিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যবিধির আবশ্যকতা ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'কাউকে পিছনে ছেড়ে যাবে না'—এই ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে বিশুদ্ধ জলের নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে। থিম হিসাবে অবশ্য যেটা এই বছর থেকে 22 মার্চ দিনটিকে 'বিশ্ব জল দিবস' হিসাবে পালন করা হচ্ছে।

সরকার গ্রামীণ মানুষের সুরক্ষার জন্য স্বচ্ছ পানীয় জলের নিশ্চিতকরণ করেছে। এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার জন্য সময়ে সময়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পানীয় জল জোগানের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ভূগর্ভস্থিত জল তোলার জন্য। কার্যকরী ও ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্যও পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। অন্যান্য পদ্ধতিসমূহের মধ্যে বৃষ্টির জল জমা করাও আর একটি উপায়। উল্লেখ্য, এটা গ্রামাঞ্চলে সুরক্ষিত জল জোগানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রাথমিক পদক্ষেপ। কৃত্রিমভাবে জল শোষণ (তোলা), বৃষ্টির জল সংরক্ষণের বিষয়ে সরকার এক বিশাল পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। পানীয় জল নিয়ে ভারতে অনেক সফলতার কাহিনি আছে, সেগুলো তারা গ্রহণ করেছে প্রাচীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে। 2001 সালে তামিলনাড়ু সরকার প্রতিটি পরিবারকে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করার জন্য পরিকাঠামো তৈরি করা বাধ্যতামূলক করেছে। ব্যাঙ্গালুরু এবং পুণে শহরে একই ধরনের পরীক্ষা চালু হয়েছে। সেখানেও জনসাধারণকে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য আবেদন করা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও এমন কাজের সূচনা হয়েছে।

ভূগর্ভস্থিত জলের অতিরিক্ত শোষণ (তোলা) ভারতের ক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগের বিষয়। এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজ্য সরকারের বিশেষ নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি আবশ্যক। বিভিন্ন অঞ্চলে কুয়ো খনন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। পানীয় জলের জোগান নিশ্চিতকরণের জন্য পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিক অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিতান্তই সামান্য। গ্রামীণ সমাজ, এন.জি.ও. এবং সরকারের অংশীদারিত্ব সফলভাবে বিষয়টার উপর কাজ করছে। আমাদের মনে রাখা ভালো যে, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সন্ধান ও প্রাপ্তি

বিষয়টা ছড়িয়ে দেবার জন্য, জলের সংরক্ষণ ও যথার্থ ব্যবহারের জন্য গ্রামীণ মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে এই কাজ করতে হবে।

জনসাধারণের যোগদান, কাজ ও ব্যবস্থাপনার আর্থিক বিকাশ ক্ষমতা, উন্নততর মেরামতির সুব্যবস্থা জল সংরক্ষণে সৃষ্টি হওয়া নতুন নতুন পদ্ধতির আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেয়। শুধুমাত্র পানীয় জলের উৎসসমূহের শাস্ত্র-নির্দেশিত তদারকি করা নয়, জল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার সময়ে দূষিত না হবার জন্য জল সংরক্ষণ করার পদ্ধতিসমূহের উন্নয়ন করাতেও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

এই পরিকল্পনাসমূহের কার্যকরী রূপায়ণ পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং গ্রামাঞ্চলের সমবায়সমূহের যুগে জনসাধারণও সক্রিয় যোগদানের দাবি করে, যাতে এক দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে পৌঁছে যাওয়া যায় এবং যাতে 'ঘরে ঘরে জল'—এই শ্লোগান বাস্তবে রূপ পায় 2030 সালের মধ্যে।

(*496* শব্দ)

4. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটির ইংরেজি অনুবাদ করুন : 20

যখন একজন মানুষ শুধু নিজেকে দেখে, সে নিজেকে অবিচার করে। সে তখন দেখে শুধুমাত্র নিজের উদ্দেশ্যকে। অধিকতর মানুষের উদ্দেশ্য আছে এবং সিদ্ধান্ত করে বসে যে, সে ভালো ফলের জন্যেই এই কাজ করবে। উল্লেখ্য, একক ব্যক্তির নিজের কাজকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করার সমস্যা আছে। কাজের ফলটা সেখানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়। বেশিরভাগ মানুষ কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করতে আসে। কিছু মানুষ এভাবেই কাজ করে যেটা তাদের কাছে সুবিধাজনক, ফলে দিনের শেষে তারা সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফেরে। তারা নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করে না, তারা শুধু তাদের কাজের উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন করে। এটা ধরে নেওয়া যায় যে, যেহেতু সে সময়ে শেষ করার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিল, দেরি হলে সে ধরে নেয় যে, সময়ে কাজ শেষ করাটা তার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু যদি কাজ করা বা না করার কারণে দেরি হয়, তখন সে মনে করে এটা তার ইচ্ছাকৃত ছিল না।

সমস্যাটা হল এই, জীবনের মুখোমুখি না হয়ে আমরা শুধু বিশ্লেষণ করে থাকি। মানুষ কিছু শেখার জায়গায় শিক্ষাটা না নিয়ে তার ব্যর্থতাকে নিয়ে কাটা-ছেঁড়া করে। বারবার যাতে ভুল না হয় তার জন্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় না। উল্লেখ্য, সমস্যা ও ভুলের মাধ্যমেই ঈশ্বর আমাদের বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেন। যখন আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্য ভেঙে যায়, তখন ধ্বংসাবশেষ খুঁজে দেখলে দেখা যাবে সেখানে কোনো সুবর্ণ সুযোগ লুকিয়ে আছে।

মানুষের অবসাদ কাটিয়ে তোলা এবং কাজের জন্য উৎসাহ দেওয়া নেতাদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। নেতারা গ্রহণ ও প্রতিরোধের মাঝামাঝি একটা রাস্তা খুঁজে নেয়।

5. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন : 20

Freedom has assuredly given us a new status and new opportunities. But it also implies that we should discard selfishness, laziness and all narrowness of outlook. Our freedom suggests toil and the creation of new values for old ones. We should so discipline ourselves as to be able to discharge our responsibilities satisfactorily. If there is any one thing that needs to be stressed, it is that we should put in action our full capacity, each one of us in productive effort—each one of us in his own sphere, however, humble. Work, unceasing work, should now be our watchword.

Work is wealth, and service is happiness. The greatest crime today is idleness. If we root out idleness, all our difficulties, including even conflicts, will gradually disappear. Whether as constable or high official of the state, whether as businessmen or industrialist, artisan or farmer, each one is discharging the obligation to the state, and making a contribution to the welfare of the country. Honest work is the anchor to which we should cling if we want to be saved from danger or difficulty. It is the fundamental law of progress.

6. *(a)* বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন : 2×5=10

(i) আশীর্বাদ

(ii) গ্রহণ

(iii) শ্রদ্ধা

(iv) স্মৃতি

(v) দাতা

(b) বিশিষ্টার্থে বাক্যে প্রয়োগ করুন : 2×5=10

(i) আড়ি পাতা

(ii) কানপাতলা

(iii) ডিগবাজি খাওয়া

(iv) পোয়াবারো

(v) হাড় জুড়ানো

(c) বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে প্রয়োগ করুন : 2×5=10

(i) শৈব

(ii) দার্শনিক

(iii) ব্যবহার

(iv) মাতাল

(v) বৈপরীত্য

(*d*) অশুদ্ধি সংশোধন করুন : 2×5=10

(*i*) গীতাঞ্জলী

(*ii*) শূণ্য

(*iii*) রবিন্দ্রনাথ

(*iv*) ব্যাবধান

(*v*) এতদ্দারা

☆ ☆ ☆